RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ কারণবশত ১৩ সেপ্টেম্বর - ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত পূর্বোত্তরের ইস্যু ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে প্রকাশ করা হলো।

বর্ষ: ২৯, ৪৫ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর - ১০ অক্টোবর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 29, Issue: 45, Cooch Behar, Friday, 27 September - 10 October, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

কোচবিহার শহরে অস্থায়ী ঠিকানা জগদীশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কোচবিহার শহরে অস্থায়ী ঠিকানা তৈরি করলেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের একটি আবাসনে অস্থায়ী ঠিকানা তৈরি করেছেন তিনি। সপ্তাহে দু'দিন করে তিনি কোচবিহার শহরে থাকবেন। জগদীশের বাড়ি কোচবিহার শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সিতাই। তাই তার এমন সিদ্ধান্ত। জগদীশ বলেন, "কোচবিহার জেলা শহরে সময় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সে জন্য এখানে অস্থায়ীভাবে একটি ঠিকানা তৈরি করেছি।"

এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে পরাজিত করেন জগদীশ। তাঁর ওই সফলতায় তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব খুশি হয়েছে। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে এসে জগদীশকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। জগদীশ সিতাই কেন্দ্র থেকেই বরাবর রাজনীতি করছেন। সিতাই কেন্দ্র থেকেই তিনি পরপর দু'বার জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছেন। দু'বার বিধায়ক হলেও জেলা রাজনীতিতে কখনও

প্রধান মুখ হয়ে উঠতে পারেননি জগদীশ। একাধিকবার তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি এবং মন্ত্রীর দৌড়ে থেকেও পিছিয়ে পড়েছেন জগদীশ। এবারে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু সিতাই থেকে রাজনীতি করার জন্য জেলার মানুষ তাকে অল্প সময়ের মধ্যে হাতের কাছে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেকেই নানা কারণে সাংসদের সাক্ষাৎ চান। কিন্তু কোচবিহার জেলা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে সিতাইয়ে জগদীশ বসবাস করায় অনেকেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উঠতে পারেন না। যা জগদীশের ক্ষেত্রে মাইনাস পয়েন্ট বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।

এই অবস্থায় কোচবিহার জেলা শহরে একটি ঠিকানা তৈরি করা তার জরুরি হয়ে উঠেছিল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সে সব কথা মাথায় রেখেই কোচবিহার শহরে অস্থায়ীভাবে আবাসনে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূলের ওই সাংসদ। সে মতোই গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে তিনি আবাসনে থাকতে শুরু করেন। তিনি জানান, সপ্তাহে অন্তত দু'দিন শনি ও রবিবার তিনি ওই আবাসনে থাকবেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "মানুষের কাজের কথা কখনও তৃণমূল ভাবে না। শুধু নিজেদের কথা ভাবে।"

তালিকার ২ নম্বর কলেজে উপস্থিতি নিয়ে সতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চিকিৎসকের উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুলাই ও আগস্ট মাসের শিক্ষক-চিকিৎসকদের' এটেনডেন্স রিপোর্ট' এ উপস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কেন শিক্ষক-চিকিৎসকদের কয়েকজন কলেজে সঠিকভাবে উপস্থিত হচ্ছেন না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। তা নিয়ে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কয়েকজনের মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আর তাতে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নোটিশ জারি করে সবাইকে সতর্ক করেছে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কলেজে অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল বলেন, "উপস্থিতির হার কিছুক্ষেত্রে কম রয়েছে তা অস্বীকারের কিছু নেই। আমরা নোটিশ জারি করে সবাইকে নিয়ম মেনে উপস্থিত হওয়ার কথা জানিয়েছি। কিন্তু এটা সরাসরি ফাঁকি বলা যাবে না। কিছু কৌশলগত সমস্যা আছে। সেগুলি মিটবে বলেই আশা করছি।"

'এটেনডেন্স রিপোর্টে'ই দেখা গিয়েছে উপস্থিতির হার খুবই ভালো। কারও কারও একশো শতাংশ উপস্থিতি রয়েছে। কারও কারও আবার সত্তর থেকে আশি শতাংশের মধ্যেও উপস্থিতি রয়েছে। কিছুক্ষেত্রে উপস্থিতির হার খুব খারাপ। রিপোর্টেই উল্লেখ রয়েছে, একজন 'এনাটমি'র শিক্ষক-চিকিৎসক আগস্ট মাসে একদিনও কলেজে হাজির হননি। আগস্ট মাসেই একজন ডেন্টিস্ট্রির উপস্থিতির হার ছিলো মাত্র ষোলো শতাংশ। মেডিক্যাল সূত্রের খবর, শিক্ষক-চিকিৎসকদের অনেকেই কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা। সেক্ষেত্রে অনেকেই কখনও একনাগাড়ে কলেজে থাকেন। এরপরে বাড়ি চলে যান। আবার বাড়ি থেকে ফিরে একনাগাড়ে কাজ করেন। কিন্তু দাবি উঠেছে, কলেজের মান উন্নয়নে প্রত্যেকের নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করা উচিত। আরজি করের ঘটনার পর গোটা রাজ্য জুড়ে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির অবস্থা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বয়স খুবই কম। কিন্তু অল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিক্যাল কলেজ হিসেবেই নাম উঠে আসে এমজেএনের। সে জন্য তার পরিষেবা ও পড়াশোনার দিকেও নজর রয়েছে রাজ্য সরকারের।

ওই মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন এমএসভিপি (মেডিক্যাল সুপার ও সহকারী অধ্যক্ষ) রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রাক্তন এমএসভিপি পাল্টে দিতে চাপ দিতেন বলেও অভিযোগ ওঠে। গত আগস্ট মাসের শেষে সরিয়ে দেওয়া হয় রাজীব প্রসাদকে। সৌরদীপ রায়কে এমএসভিপির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনিও একজন শিক্ষক-চিকিৎসক। তাঁর উপস্থিতি অবশ্য ভালো। তিনি বলেন, "প্রত্যেকেরই নিয়ম মেনে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি।"

থ্রেট কালচার নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাত্য বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোনো থ্রেট কালচার নেই। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করতে গিয়ে তিনি এই কথাই বলেন। তিনি আরো বলেন, "বিগত সাত বছর ধরে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোন নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে কোনও টিএমসি ইউনিয়নের থাকার কথাও নয়। সেক্ষেত্রে সুকান্তবাবু যেটা বলছেন সেটা সত্য থেকে অনেকটাই দূরে। বরং উনি নিজের ছাত্র সংগঠন এবিভিপিকে আরো মজবুত করুন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন পুজোর পরে কলেজগুলিতে নির্বাচন নিয়ে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।" এদিন তিনি পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার নিয়েও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "বিদ্যাসাগর হঠাৎ করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন না। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি সমাজের যেকোনও মুহূর্তে যেকোনও সময় প্রাসঙ্গিক হতে পারেন।" এদিন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মতিথি উপলক্ষে কলেজ স্কয়ারে তার মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, আপার প্রাইমারি ও এসএসসি উভয় ক্ষেত্রেই জোরকদমে কাজ চলছে, তালিকাও প্রকাশ হয়েছে। খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে।

কুয়োতে ফেলে নিজের ২৫ দিনের শিশুকে হত্যা করল মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: কুয়োতে ফেলে নিজের মেয়েকে প্রাণে মেরে ফেলল মা। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়িতে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শিশুটির বয়স মাত্র ২৫ দিন, তার মধ্যেই নির্মমভাবে তাকে হত্যা করল নিজেরই মা। ২৪ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগর এলাকায় এই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকল বিভাগ। অভিযুক্ত মা অষ্টমী গোস্বামীকে আটক করে পুলিশ। দমকলকর্মীরা কুয়ো থেকে তুলে শিশুটিকে উদ্ধার করে তার আগেই শিশুটি জলে ডুবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এদিকে খবর চাউর হতেই এলাকায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। মায়ের এমন কর্মকান্ডে হতবাক সকলে। শিশুটির বাবাও বাকরুদ্ধ। চুপ শিশুটির মাও। জানা গিয়েছে, শিশুটির মা মানসিক ভারসাম্যহীন। শিশুটি জন্মানোর পর থেকেই তাকে কুয়োতে ফেলার বারবার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। তাই শিশুটিকে চোখে চোখে রাখতো তার বাবা। কিন্তু ২৫ দিনের মাথায় ঘটে গেল অঘটন। শিশুটির বাবা অটল গোস্বামী পেশায় গাড়িচালক। সুকান্তনগর এলাকায় ভাড়া থাকতেন তারা। এলাকার বাসিন্দারা সেভাবে চিনতেনও না তাদের। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর দুলাল দত্ত। তিনি বলেন, "এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা। শুনেছি ওই মহিলা কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। আমরা চাই, আদতেই ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন কিনা তা চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে পুলিশ যাচাই করুক। এর পেছনে যদি অন্য কোনও কারণ থাকে তারও তদন্ত করে দেখা হোক।" এদিকে শিশুটির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

থ্রেট কালচার নিয়ে কড়া পদক্ষেপ কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করতে এবারে কড়া পদক্ষেপ নিল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করে কড়া পদক্ষেপের কথা জানান কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়। সাংবাদিক বৈঠক করে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মণ্ডল জানান, কিছু বহিরাগত কলেজের ছাত্রদের একটি গোষ্ঠীকে পরিচালিত করে। তাদের দু'জনের নাম জানা গিয়েছে। তার মধ্যে একজন দীপায়ন বসু, অপরজন সংবেদ ভৌমিক। স্বাস্থ্য দফতরের কাজে যুক্ত রয়েছেন তাঁরা। যেহেতু তাঁরা কলেজের কেউ নন, তাই তাঁরা অনুমতি ছাড়া কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবেন না। তিনি বলেন, "ওঁরা রাতের দিকে কলেজে এসে বৈঠক করতেন। ছাত্রদের প্ররোচিত করতেন। দ্বিতীয়ত, কলেজের ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করার বিষয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের বিরুদ্ধেই হুমকি-সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠে আসছে। ওই গোষ্ঠীকে আমরা কোনও স্বীকৃতি দিচ্ছি না। আমাদের ক্লাস প্রতিনিধি ওই গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হত। আমরা তাঁদেরও আর মান্যতা দিচ্ছি না। তার জায়গা যারা ক্লাসে বেশি নম্বর পায় তাঁরা প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবে। এছাড়া একটি কমিটি তৈরি করা হবে। যারা নজরদারি রিপোর্ট দেবে। আর পরীক্ষার কথা বলে ভয় দেখানো হয় তা আর হবে না এটা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করছি। বাইরে থেকে কেউ পাশ-ফেল করতে পারবে না।"

দীপায়ন বসু কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ। দেওয়ানহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর অফিস রয়েছে। দেওয়ানহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন সংবেদ ভৌমিক। তাঁরা জানান, জুনিয়রদের সঙ্গে সিনিয়রের যেমন সম্পর্ক হয়। তেমন

ভাবেই তাঁদের সঙ্গে কয়েকজনের পরিচয় হয়। সেই সূত্রেই হঠাৎ সেখানে গিয়েছেন তারা। সেখানে তাদের নাম কেন আসছে বুঝতে পাচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, উত্তরবঙ্গ লবির দুই মাথা বিরূলাখ।

বাংলাদেশে ঘুরতে গিয়ে অপহৃত এক ভারতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ত্রিপুরা: বৈধভাবে বাংলাদেশে ঘুরতে গিয়ে অপহরণ করা হল এক ভারতীয় নাগরিককে। মুক্তিপণ বাবদ ১ লক্ষ টাকা দাবি করছে বাংলাদেশি অপহরনকারীরা। স্বামীকে অপহরণকারীদের কাছ থেকে মুক্ত করার জন্য অসহায় স্ত্রী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশের কাছে দ্বারস্থ হলে স্ত্রী'কে পাগল বলে আখ্যায়িত করেন পিআর বাড়ি থানার পুলিশ এমনই অভিযোগ অসহায় স্ত্রীর। প্রশ্ন ওঠে পুলিশ কি এখন ডাক্তার হয়ে গেছে? শুধু তাই নয় স্ত্রীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করার পাশাপাশি গালিগালাজ করে অপহরণকারীদের মুক্তিপণ দিয়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শও দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। অবশেষে, পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে সংবাদ প্রতিনিধির সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন অসহায় স্ত্রী। জানা গেছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা বিলোনিয়া রাজনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত রাধানগরের বাসিন্দা চাইলাফ্রু মগ বিলোনিয়া আইসিপি দিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে বৈধভাবে বাংলাদেশে ঘুরতে যায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর। ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ থেকে তার বাড়িতে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় বাংলাদেশে অপহরণ হয় চাইলাফ্রু মগ। এরপর বুধবার ভোরে চাইলাফ্রু মগের স্ত্রীর কাছে ফোন করে বাংলাদেশি অপহরণকারীরা, ১ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবি করে তারা। এরপর কোন উপায় না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলে পুলিশ চাইলাফ্রু মগের স্ত্রীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর দিশেহারা স্ত্রী বিলোনিয়া মুহুরিঘাট আইসিপি ইনচার্জের সাথে দেখা করে ঘটনার বিষয় নিয়ে কথা বলেন। আইসিপি ইনচার্জ তখন গ্রুপ ডি পদে কর্মরত সুধন সুরের সাথে চাইলাফ্রু মগের স্ত্রীকে পাঠায় মুহুরীঘাট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গেটের কাছে বাংলাদেশ ইমেগ্রেশানের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করার জন্য। সেই সময়েও এক বিএসএফ কনস্টেবল এসে আইসিপি কর্মীকে গালিগালাজ করে গেটের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর আইসিপি কর্মী সহ বিএসএফ জওয়ানের সাথে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। এরপর বিএসএফ কনস্টেবল আইসিপিতে ঢুকে আইসিপি ইনচার্জের সামনেই কর্মরত সুধন সুরকে মারধর করার জন্য তেড়ে আসে। এই বিষয়ে বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয় আইসিপি ইনচার্জের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত বিএসএফ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। বর্তমানে চাইলাফ্রু মগের স্ত্রীর দিশেহারা অবস্থা। কি করবেন তিনি ভেবে উঠতে পারছেন না। প্রশাসনের সহযোগিতায় তার স্বামী যাতে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে সেই আশায় বুক বেঁধে আছেন তিন সন্তানের জননী।

মালদার বন্যা প্লাবিত এলাকায় অভয়া ক্লিনিক, চলল বিনামূল্যে চিকিৎসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বন্যা প্লাবিত এলাকায় অভয়া ক্লিনিক জুনিয়ার ডাক্তারদের। মালদা মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডক্টর ও রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অভয়া ক্লিনিক চলল মানিকচক ব্লকের বন্যা প্লাবিত ভূতনি থানার আমতলা নন্দিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। গঙ্গা ভাঙন ও প্লাবনের ফলে এই এলাকার মানুষ প্রায় দেড় মাস ধরে জলবন্দী। ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মানিকচকের সংকরটোলা ঘাট থেকে নৌকায় গঙ্গাপথে প্রায় ১২ কিলোমিটার অতিক্রম করে হীরানন্দপুর এলাকায় আসে চিকিৎসকরা। দশটি বিভাগের সিনিয়র ও জুনিয়র ডাক্তাররা এইদিন অভয়া ক্লিনিকে রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ তুলে দেন। এই নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডক্টর ও রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মালদা জেলা জুড়ে তিনটি অভয়া ক্লিনিক হল।

পুলিশ ক্যাম্পের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে জেডি হাসপাতালেও পুলিশ ক্যাম্পের উদ্বোধন হল। ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার কোচবিহারের খাগরাবাড়ি লাগোয়া এলাকায় ওই হাসপাতালের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ওই এলাকা পুন্ডিবাড়ি থানার মধ্যে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, থানা থেকে মহিষবাথানের দূরত্ব প্রায় বারো কিলোমিটার। এছাড়া হাসপাতালে তেমন কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালের সামনে জাতীয় সড়ক রয়েছে। সেখানেও মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। সে সব কথা মাথায় রেখেই ওই ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়। কোচবিহার জেলার এক পুলিশ কর্তা বলেন, "সমস্ত হাসপাতালেই নিরাপত্তার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। শহর ঘেঁষা ওই হাসপাতালের এলাকা অনেকটা। সমস্ত কথা মাথায় রেখেই পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে।"

ধর্ষণের অভিযোগ গ্রেপ্তার বাগডোগরা থানার এএসআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মাটিগাড়া থানায় মহিলার লিখিত অভিযোগের প্রায় দুই মাস পর গ্রেফতার বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের এএসআই অমর বীর। জানা গিয়েছে, এক মহিলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সহবাস, ধর্ষণ এমনকি পুলিশের হুমকি দিত অভিযুক্ত এএসআই। এরপর ওই মহিলা মাটিগাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে দু'মাস আগে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের এএসআই অমর বীরকে ২০ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ২১ সেপ্টেম্বর তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়ে। ধৃতকে রিমান্ডে এনে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নামবে মাটিগাড়া থানার পুলিশ বলে সূত্রে খবর।

ফের লাইনচ্যুত ট্রেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ফের ট্রেন দুর্ঘটনা। আবার দুর্ঘটনাস্থল ময়নাগুড়ি। ২৪ সেপ্টেম্বর সাতসকালে লাইনচ্যুত হল মালগাড়ি। ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা যায়, এদিন সকালে একটি খালি মালগাড়ি ধূপগুড়ির দিক থেকে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনের কাছাকাছি এসে মালগাড়িটির মাঝামাঝি স্থানের বগিগুলো আলাদা হয়ে যায়। ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। লাইনচ্যুত হবার পরে দুই নং রেললাইন থেকে এক নং রেললাইনে লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেনের যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে যায়। এক নং লাইনে জলের পাইপ ভেঙে পরে। এরপর কিছু সময়ের জন্য দুটো লাইনে রেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

মহিলা সুরক্ষায় পিঙ্ক পেট্রোলিং ভ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর ঘটনার পর থেকেই মহিলাদের নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই উইনার্স টিমের সদস্য সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। এই উইনার্স টিম মহিলাদের নিরাপত্তায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোচবিহার শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্কুটারে টহল দেয়। মহিলা সুরক্ষার জন্য চালু হলে 'পিংক পেট্রোলিং ভ্যান।' ১৭ সেপ্টেম্বর সোমবার পুলিশ লাইনে ওই ভ্যানের উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "মহিলা পুলিশ পরিচালিত ওই ভ্যান মহিলা সুরক্ষার জন্য জন্য কাজ করবে। আপাতত দিনহাটা ও কোচবিহারে ওই ভ্যান চলবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ভ্যানের সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তায় কোথাও মহিলারা বিপদে পড়লে খবর পেলেই পৌঁছে যাবে মহিলা পুলিশের বিশেষ ওই ভ্যান। আপাতত কোচবিহার শহর ও দিনহাটায় ওই ভ্যান চলবে। স্কুলের সময় ওই ভ্যান বিভিন্ন কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে টহল দেবে। এছাড়া যে সব জায়গায় মহিলারা বেশি চলাচল করে সেখানেও নজরদারি চালাবে। কোথাও মহিলারা সমস্যায় পড়লে পৌঁছে যাব ওই ভ্যান। কোচবিহারের বাসিন্দা মিঠু দে বলেন, "পুলিশ প্রশাসনের ওই উদ্যোগ অত্যন্ত ভালো। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বিশেষ ভ্যানের প্রয়োজন ছিল। যাতে মহিলারা বিপদে পড়লে ওই ভ্যান তৎক্ষণাৎ পৌঁছায় সেই বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে দেখতে হবে।" কোচবিহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। যে শহরের সঙ্গে রাজার নাম জড়িয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বেড়েছে। স্কুল, কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, শহরের কাছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি হয়েছে। দিন থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনা থেকে শুরু করে নানা কাজে মহিলাদের রাস্তায় বেরোতে হয়। সে কথা মাথায় রেখেই নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা ভেবেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলাদের সুরক্ষা বাড়াতেই উইনার্স টিম তৈরি করে কোচবিহার পুলিশ। উইনার্স টিমে প্রথমে পাঁচজন মহিলা কনস্টেবলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্কুটি নিয়ে ওই সদস্যেরা কোচবিহার শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নজরদারি শুরু করে। কোথাও কোনও সমস্যা তৈরি হলে প্রথমে নিজেরাই ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করে। প্রয়োজনে থানায় বিষয়টি জানিয়ে দিয়ে ব্যবস্থার আর্জি জানায়। আরজি কর কান্ডের পরে উইনার্স টিমের পরে শক্তি বাড়ানো হয়। এবারে উইনার্স টিমের সদস্য করা হয়েছে বারো জন। আরজি কর কান্ডের পর ওই টিমের গতিবিধিও বেড়েছে। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হস্টেলের সামনে টহলদারি দিচ্ছে ওই টিম। হস্টেলে পৌঁছে আবাসিকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে মেয়েদের স্কুল, নার্সিং হস্টেল, সাগরদিঘি চত্বরেও নজর রাখছে ওই টিম। শুধু ওই টিম নয়, কোচবিহারের পুলিশ সুপার থেকে শুরু একাধিক আধিকারিক রাস্তায় টহলদারি করছেন। ডিএসপি চন্দন দাস থেকে শুরু কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল রাতে নজরদারি করছেন কোচবিহার শহরে। তারপরেই কিছু অভিযোগ গত কিছুদিনে উঠেছে কোচবিহারে। তা নিয়ে উত্তেজনাও ছড়িয়েছে। পুলিশ অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। কোচবিহার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "যে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার চুরি যাওয়া স্বর্নলংকার, গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: চুরি করে সেই স্বর্ণালংকার যাতে কারো নাগালে না আসে সেই জন্য পরিকল্পনা করে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল দুষ্কৃতি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পুলিশের জালে ধরা পরে গেল দুষ্কৃতি। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় স্বর্ণালংকার। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির হিমাচল কলোনী এলাকায়। সোমবার ফিল্মি কায়দায় চুরি যাওয়া স্বর্নলংকার উদ্ধার সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত আনমোল তামাং মিরিকের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার নিবেদিতা রোড এলাকায় একটি বাড়ি থেকে চুরি যায় সোনার চেন। রীতিমতো বাড়ির জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মশারি তুলে গলা থেকে সোনার চেন কেটে পালিয়েছিল দুষ্কৃতি। ২০ তারিখ এই চুরির ঘটনা নিয়ে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। চুরির অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি স্বর্ণালংকার উদ্ধারের চেষ্টা চালায় পুলিশ। ২৩ তারিখ রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি জংশন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে মিরিকের বাসিন্দা আনমোল তামাং নামে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তাকে থানায় নিয়ে এসে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। শেষে ধৃত স্বীকার করে চুরির ঘটনাটি সেই ঘটিয়েছে। এরপর ধৃত আনমোল তামাংকে সঙ্গে নিয়ে হিমাচল কলোনি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। বিবেকানন্দ স্কুলের মাঠে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা ছিল ওই স্বর্ণালংকার। পুলিশ সেখান থেকে চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। আদালতের নিয়ম কানুন মেনে উদ্ধার হওয়া স্বর্ণালংকার ওই পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায় প্রধাননগর থানার পুলিশ।

কোচবিহারে পুজোর প্রস্তুতি নেতাজি স্কোয়ার ক্লাবের।

অবশেষে কাজে ফিরলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবশেষে কাজে ফিরলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, "পঞ্চাশজন জুনিয়র চিকিৎসক কাজে যোগ দিয়েছেন। অনেক সমস্যা মিটল।" মেডিক্যাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, দিনে কাজ করলেও দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাতে জুনিয়র চিকিৎসকরা কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন। ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুর নাগাদ জুনিয়র চিকিৎসকদের একটি প্রতিনিধি দল কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল সুপার ও সহকারী অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তাঁরা জানিয়েছেন, আগামী সোমবার থেকে আংশিকভাবে কাজে যোগ দেবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এরই মধ্যে এদিন বেলা ১২ টা নাগাদ রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও এমএসভিপিদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। মেডিক্যাল সূত্রের খবর, তিনদিনের মধ্যে সমস্ত সিসিটিভি বসানোর কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব। এছাড়া নির্দেশ মতো দ্রুত পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল, "বৈঠকে দ্রুত পরিকাঠামো তৈরির কাজ করতে বলা হয়েছে। সে মতো কাজ করা হচ্ছে।" কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও সহকারী অধ্যক্ষ সৌরদীপ রায় বলেন, "দ্রুত সিসিটিভি বসানোর কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে একশো একটি সিসিটিভি রয়েছে। আরও দু'শো সিসিটিভি বসানো হবে। সোমবার থেকে কাজ শুরু হবে। তিন দিনের মধ্যে তা শেষ হবে বলে আশা করছি।" তিনি আরও বলেন, "জুনিয়র চিকিৎসকদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করেছে। সোমবার থেকে তাঁরা ওই কাজের আশ্বাস দিয়েছেন।" কলকাতায় অবস্থান আন্দোলনের পর কাজে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সে মতো আশা করা হয়েছিল, শনিবার বিকেল নাগাদ জুনিয়র চিকিৎসকরা কাজে যোগ দেবেন। কিন্তু কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কিছু দাবিপূরণ না হওয়ায় এই মুহূর্তে কাজে ফিরতে রাজি নন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মেডিক্যাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, ওই দাবির মধ্যে রয়েছে মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগার। সেই সঙ্গে সর্বত্র সিসিটিভির ব্যবস্থা করা। সেই সঙ্গে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা করে নয়টি বিশ্রাম কক্ষ ও শৌচাগার তৈরি করা হচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এছাড়া সোমবার থেকে সিসিটিভি বসানোর কাজ শুরু করে তিনদিনের মধ্যে শেষ করা হবে। বিশ্রাম কক্ষের কাজ রবিবারের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করছেন মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর তারপরেই আংশিকভাবে কাজে ফিরলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

রোদ-বৃষ্টির খেলার মধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে পুজোর বাজারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কখনও তীব্র গরম, কখনও বৃষ্টি। তার মধ্যেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে পুজোর বাজারে। কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জের মহকুমা বাজারগুলিতেও ভিড় হতে শুরু করেছে। পুজোর আর মেরেকেটে দুই সপ্তাহ। ইতিমধ্যেই কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে রবিবার করে বাজার খোলা রাখতে শুরু করেছে। সাধারণত রবিবার করে বাজার বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যেই দুই রবিবার বাজারে ভালো ভিড় হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত এমন বৃষ্টি চললে বাজারে কিছুটা ভিড় কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, মেরেকেটে আর দুটো রবিবার হাতে পাওয়া যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই সময় আর হাতে নেই। দিন ঘনিয়ে এলে ভিড় আরও বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সূরজ ঘোষ বলেন, "গরমের তীব্রতার জন্য দিন কয়েক কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তার মধ্যেও কিছুটা সমস্যা হয়েছে। তবে পুজোরও আর বেশি দিন নেই। তাই বাজারে ভিড় করতে শুরু করেছেন মানুষ।" কোচবিহার জেলা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম কুন্ডু বলেন, "রোদের সময় বেলা বাড়তেই ভিড় হতে শুরু হয়েছিল। বৃষ্টিতে একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে আশা করছি আবহাওয়া ভালো হলে ভিড় বাড়বে।"

পুজোর আগে জেলার গ্রাম-গঞ্জের প্রচুর মানুষ কোচবিহার শহরে কেনাকাটা করতে আসেন। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির একটি অংশ এবং নমনি অসম থেকেও প্রচুর মানুষ কোচবিহারে বাজার করতে আসেন। যাদের একটা বড় অংশ দিনের বেলাকে বেছে নেন। যাতে করে পুজো জামা-কাপড় কিনে বাড়িতে ফিরতে পারেন। কিন্তু আবহাওয়া একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থগিত হয়ে গেল কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবশেষে স্থগিত হয়ে গেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক। ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২ টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই বৈঠকে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই বৈঠকে অধিকাংশ সদস্যরা যোগ দেননি। তাই কোরাম না হওয়ায় ওই বৈঠক শেষপর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়। সোমবার উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে চিঠি দিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির ওই বৈঠককে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এর আগেও দুইবার ওই বৈঠককে অবৈধ ঘোষণা করে উচ্চশিক্ষা দফতর। এই নিয়ে তিনবার বৈঠক স্থগিত হয়েছে। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায় সাংবাদিকদের বলেন, "এদিনের বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। কেন কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক করতে দেওয়া হচ্ছে না সে জন্য সিবিআই তদন্ত প্রয়োজন।" কার্যনির্বাহী কমিটির এক সদস্য ওই কলেজের অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী সাংবাদিকদের জানান, তাঁকে শেষমুহূর্তে মিটিংয়ের কথা জানানো হয়। সে জন্যই মিটিংয়ে তিনি যাননি। এছাড়া উচ্চশিক্ষা দফতরের চিঠির কথাও তাঁকে জানানো হয়নি।

কোচবিহার পঞ্চানন মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক ওয়েবকুপার নেতা সাবলু বর্মণ দাবি করেন, উপাচার্যকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর কার্যনির্বাহী বৈঠক ডাকার কোনও অধিকার নেই। তিনি বলেন, "অস্থায়ীভাবে উপাচার্য নিয়োগ হয়েছেন। এছাড়া রাজ্য সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো চলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্য সরকারের কথাকে অমান্য করে একের পর এক সিদ্ধান্ত হয়েছে। রেজিস্ট্রার বরখাস্ত থেকে দিন নিয়োগ সবই নিয়ম না মেনে হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই বৈঠক করার কোনও অধিকার নেই।" ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন নিখিলেশ রায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে ওই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাজ্যের তাতে কোনও সায় ছিল না। অভিযোগ, শুরু থেকেই উপাচার্যের কাজে কোনও সহায়তা করছিলেন না রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকা আব্দুল কাদের সফেলি। সেই সময় থেকেই সঙ্ঘাত তৈরি হয়। গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে তা আরও তীব্র হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান ঘিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ৩০ এপ্রিল সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার তা নিয়ে আপত্তি জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, সমাবর্তন নিয়ে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে চিঠি দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রার।

এরপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন। আর এই পরিস্থিতিতে গত মে মাসের প্রথমদিকে রেজিস্ট্রারকে 'সাসপেন্ড' করেন উপাচার্য। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রেজিস্ট্রারকে উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফ থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠির কপি উপাচার্য সহ একাধিক জায়গায় দেওয়া হয়। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের একাধিক ধারা উল্লেখ করে 'সাসপেন্ড' অবৈধ বলে জানানো হয়। তার পরেও উপাচার্যের সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন হয়নি। পরে নতুন করে রেজিস্ট্রারের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই বিরোধ এখনও চলছে বলে মনে করা হচ্ছে।

খাবারের মান যাচাইয়ে শিক্ষাঙ্গনে জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রাথমিক, হাইস্কুল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ঘুরে ঘুরে খাবারের মান পরিদর্শন করলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। খাবারের মান যাচাই থেকে শুরু করে অভিভাবক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন। দিলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশও। ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে টানা চারদিন ধরে তিনি স্কুলে স্কুলে গিয়েছেন। যে সব জায়গায় তিনি যেতে পারেননি সেখানে অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) শান্তনু বালা, কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা আরও বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিয়ে পরিদর্শন করেন। জেলাশাসক একটি স্কুলে বসে নিজেই খাবার খেয়েছেন। খাবারের মান ভালো বলে তিনি জানিয়েছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের হরিণচওড়া, কলাবাড়িঘাট, ছাট দুধেরকুঠি, দেওয়ানবস এলাকায় পরিদর্শন করেন। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে কতজন শিশু রয়েছে? তারা প্রতিদিন আসছে কি না? গর্ভবতী মহিলাদের ঠিকমতো পরীক্ষা করানো হচ্ছে কি না? খাবারের মান কি রকম? চাল, ডাল ভালো করে রাখা হচ্ছে কি না? কি পড়াশোনা করা হচ্ছে সব খতিয়ে দেখেন। জেলাশাসক বলেন, "কেন্দ্রগুলির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে। খাবারের মান থেকে শুরু করে কারও কোনও অসুবিধে আছে তা জেনেছি। সে মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।" কোচবিহার জেলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই একটি করে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রয়েছে। সব মিলিয়ে জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা চার হাজারের উপরে। সেই কেন্দ্রে শিশুদের জন্য খাবার বরাদ্দ করে সরকার। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য চাল, ডাল, তেল, নুন সরাসরি সরবরাহ করা হয়। তার বাইরে ডিম, আনাজ এবং রান্নার জন্য কাঠখড়ি কিনতে হয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। সপ্তাহের খাদ্য তালিকায় ডিম-ভাত, খিচুড়ি আনাজ দেওয়া হয়। ওই কেন্দ্রগুলি নিয়ে বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, অনেক কেন্দ্রের নিজের ঘর নেই। অনেক কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও জমি নেই। সে সব নিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হয় কর্মী থেকে শিশুদের। সেই সব সমস্যা মেটাতে সরকারি তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখতে দু'দিন ধরে ওই পরিদর্শন চলবে। এদিনই ছিল তার প্রথমদিন।

সম্পাদকীয়

কড়া ব্যবস্থা প্রয়োজন

কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ (এমজেএন) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ধীরে ধীরে একটি মহীরুহ হয়ে উঠবে, এ আশা প্রত্যেকের মধ্যে আছে। সে পথে ধীর গতিতে এগিয়েও যাচ্ছে কলেজটি। কিন্তু এই কলেজকে ঘিরেও যেভাবে 'থ্রেট কালচার' এর অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে, যে ভাবে পরীক্ষা হলে নকল করার অভিযোগ সামনে এসেছে, তাতে অস্থির হয়ে উঠেছেন কোচবিহারের বাসিন্দারা। কোচবিহারের মহারাজার নামাঙ্কিত একটি কলেজে এমন ঘটনা কেউই মেনে নিতে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে এই কলেজের বয়সও খুব বেশি নয়। ২০১৮ সালে কোচবিহার জেলা হাসপাতালকে মেডিক্যালে উন্নীত করা হয়। সে হিসেবে কলেজের বয়স মাত্র ছয় বছর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। হাসপাতালের উপর রোগীর চাপ রয়েছে। বর্হিবিভাগে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী ভিড় করেন। অন্তর্বিভাগেও সবসময় পাঁচ শতাধিক রোগী ভর্তি থাকেন। সে সব অন্য বিষয়। থ্রেট কালচারের যে অভিযোগ উঠেছে তা কলেজকে ঘিরে। কলেজের মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র বড় অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভয়ের পরিবেশের মধ্যে রাখতেন। কলেজে যা কিছু কাজ হত তা ওই মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমেই। তাদের কথা না শুনলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া। ওই ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতেন কয়েকজন বহিরাগত। যারা নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করতেন। যাদের মাথার উপরে হাত ছিল উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসক নেতাদের। এই চক্র একটি নতুন কলেজের মানকে টেনে-হিঁচড়ে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ বা ওই কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন। এখন থেকে কলেজ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এমন একটি কলেজের পরিবেশকে যারা কলুষিত করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না?

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

১ সেন্টিমিটারের দুর্গা বানিয়ে তাক লাগালেন দেবপ্রসাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর: কোনো মাটি কিংবা খর বিচুলি নয়। কচুরিপানার পাতা শুকিয়ে তা থেকে আঁশ বের করে সেই দিয়ে দশভূজার মূর্তি তৈরি করে অবাক করলো দেবপ্রসাদ। খুব ছোট্ট থেকেই একটা শিল্পীভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে নানান কাজের মধ্য দিয়েই। আঁকার ক্ষমতা যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত। সাথে মাটি এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সে কিছু না কিছু বানিয়েই চলেছে আপন খেয়ালে। ছোট থেকে মাটি নিয়ে চর্চা করার শখ ছিল। শখ ছিল মেকাপের মাধ্যমে একজনকে অভিনব সাজে সাজিয়ে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও। তবে পরিবারের চাপে সে সব নিয়ে আর চর্চা করার সুযোগ না হলেও পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে অঙ্কন বিষয়ে স্নাতক কোর্স সম্পন্ন করার পর থেকে শুরু হয় প্রত্যক্ষভাবে এই নিয়ে চর্চা। নিজের অঙ্কন প্রশিক্ষণ চালানোর পাশাপাশি এনিমেশনের ক্লাসও করান তিনি। ২০০০ সাল থেকে প্রথম ব্যারাকপুর পৌরসভার অন্তর্গত পলতা শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা শিল্পী দেবপ্রসাদ মজুমদার শুরু করেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম দুর্গা মূর্তি বানানোর কাজ। তার ঝুলিতে রয়েছে দেশলাই কাঠি, তুলো, পাট, রাবার, নারকেল পাতা, বাদামের খোসা, চক, টুথপিক, টিস্যু পেপার থেকে শুরু করে ধানের খোসার মতো অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে মিনিয়েচার দুর্গার মূর্তি গড়ার কাজ। সর্বোচ্চ দুই মিলিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দুর্গার মূর্তি করে গোটা দেশের মানুষের নজর কেড়েছিলেন শিল্পী দেবপ্রসাদ। তার এই কর্মকান্ডের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। প্রতিবছর সকলকে তাক লাগিয়ে এমনই অবিশ্বাস্য উপকরণ ব্যবহার করে মিনিয়েচার দুর্গার মূর্তি বানিয়ে থাকেন তিনি। আর তাই পুজোর প্রাক্কালে সকলের আগ্রহ থাকে তার তৈরী দুর্গার মূর্তি দেখবার জন্যে। এবছর কচুরিপানা শুকিয়ে তা থেকে আঁশ বের করে মাত্র এক সেন্টিমিটারের মধ্যে মহিষাসুরমর্দিনির গোটা রুপটি সাজিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, শিল্পী দেবপ্রসাদের বানানো মূর্তি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ফ্রান্স, ইতালির মত বিদেশের মাটিতেও বহুল চর্চিত।

নিজের বাড়ির পূজিত দেবী লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তিও নিজের হাতে গড়ে সাজিয়ে তোলেন দেবপ্রসাদ। ঘরের আনাচে-কানাচে ক্যানভাসে শিল্পী দেবপ্রসাদের আঁকা এক টুকরো প্রকৃতির মুহূর্ত নজর কাড়ে। তার সাথে সাথে রামায়ণ, আদিম মানুষ, শকুন্তলা আবার জুরাসিক ওয়ার্ল্ড এর উপর গবেষণা করে সিরিজ বানিয়ে প্রদর্শনীর আকারে নিজেই উপস্থাপন করে থাকেন তিনি। শিল্পী দেবপ্রসাদ মজুমদারের কৃতিত্বে বহু ছাত্র-ছাত্রী তার কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তে শিখছেন। এ বছরে তার এই অভিনব দুর্গা মূর্তি দেখতে বাড়িতে ভিড় জমছে এলাকাবাসীদের।

বিহারী ছাত্রদের মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার বাংলা পক্ষের সমর্থকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের ভূমিপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত ডোমিসাইল-বি পদে বিহার থেকে এসে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ তুলে দুই পরীক্ষার্থীকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল বাংলা পক্ষ নামে একটি সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পুলিশ এবং আইবির লোক পরিচয় দিয়ে দুই বিহার থেকে আসা যুবককে কান ধরে উঠবস করানো হয় বলেও অভিযোগ। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। পরীক্ষার্থীদের হেনস্তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজ সিং। তাঁর বক্তব্য, "রোহিঙ্গাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে অথচ বিহার থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে গেলে, তাঁদের সঙ্গে এই ধরণের অভব্য আচরণ করা হয়।" তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে গোটা ঘটনায় তেজস্বী যাদব, রাহুল গান্ধী চুপ রয়েছেন কেন? বেগুসরাইয়ের সাংসদ গিরিরাজ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কী আলাদা দেশ নাকি ভারতেরই অঙ্গ?"

এইদিকে, ঘটনার পরই প্রশাসনিক স্তরে শোরগোল পড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এসওজির টিম বাংলাপক্ষের সদস্য রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়কে গ্রেপ্তার করে। রানিডাঙ্গার যে বাড়িতে ওই দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসে ভাড়া নিয়েছিলেন, সেই বাড়ির মালিকদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও ধৃত রজত ভট্টাচার্যর দাবি, 'আমরা পুলিশ ও আইবি-কে জানিয়েই সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের কোনও সহযোদ্ধা কেউ সেরকম বলেনি যে আমরা পুলিশ কিংবা আইবি-র লোক। রেকর্ডিং চলার সময় কেউ পাশ থেকে ওরকম কথা বলে দিয়েছে। কোথাও একটু ভুল বোঝাবোঝি হয়ে গিয়েছে।' জানা গিয়েছে, পরীক্ষা দিতে এসে ওই দুই পরীক্ষার্থী রাঙাপানির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাংলা পক্ষের সদস্যরা আচমকাই সেখানে যান। তখন ওই দুই পরীক্ষার্থী ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন। ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, রজত ভট্টাচার্য নামে ওই ব্যক্তি দুই পরীক্ষার্থীকে টেনে তুলে পরিচয়পত্র দেখতে চেয়ে হেনস্তা করেন। ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে দুই পরীক্ষার্থীকে কার্যত অনুনয় বিনয় করতেও দেখা যায়। এরপরই দু'জনকে কান ধরে উঠবস করানো হয়। এই বিষয়ে রজতের দাবি, 'আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার স্থানীয় পরীক্ষার্থীরা তাদের জানায়, জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে কিছু পরীক্ষার্থী এসে পরীক্ষা দিচ্ছে। এরপর তারা প্রথমে বাগডোগরা থানা, পরে আইবিকে বিষয়টি জানিয়ে সেখানে যান।' গোটা বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার। ২৬ সেপ্টেম্বর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ দুজনকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

পুজোর আগমন বার্তা

ছায়ানীড়ের নাট্যউৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার ছায়ানীড়ের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আর্থিক সহায়তায় গ্রামাঞ্চলে মূকাভিনয় ও থিয়েটার প্রসারের লক্ষ্যে, ঘোকসাডাঙ্গা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল মূকাভিনয় ও অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, কোচবিহার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্লেহাশিস চৌধুরী, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক, বিদ্যুৎ পাল সম্পাদক, কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চ, আবুল হোসেন মিঞা সভাপতি, ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘ, শ্রী মৃদুল দাস সম্পাদক, ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘ সহ আরো বিশিষ্টজনেরা। এই অনুষ্ঠানে ছায়ানীড়ের তরফে কোচবিহারের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডঃ সোমা পালিতকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আয়োজক সংস্থা কোচবিহার ছায়ানীড়ের শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে বিনয় হালদার রচিত ও স্বাগত পাল নির্দেশিত নাটক 'কামড়'। পলাশবাড়ী ভাবনা নাট্যম পরিবেশন করে চন্দন সেন রচিত এবং রতন কুমার চৌধুরী নির্দেশিত নাটক 'আহা রে মরণ'। আয়োজক সংস্থা কোচবিহার ছায়ানীড় পরিবেশন করে স্বাগত পাল নির্দেশিত মূকাভিনয়। বারোবিশা অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমি পরিবেশন করে বরুণ রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'আইডেন্টিটি'। সবশেষে কোচবিহার বর্ণনা পরিবেশন করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় গল্প অবলম্বনে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্য রূপ এবং বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত নাটক 'ভিতর বাহির'। অনুষ্ঠানকে সফল করতে ঘোকসাডাঙ্গার সাধারণ মানুষ এবং ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘ এগিয়ে আসেন। সব মিলিয়ে কোচবিহার ছায়ানীড় আয়োজিত মূকাভিনয় ও অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব ছিল একটি সফল নাট্য উৎসব।

অবশেষে বৃষ্টি এল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবশেষে বৃষ্টি এল কোচবিহারে। ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বৃষ্টি আরও জোর শুরু হয়। দিন কয়েক ধরে কোচবিহারে তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে যাচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রির কাছাকাছি। শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রাথমিক স্কুলগুলি সকালে করার দাবি জানিয়ে একটি শিক্ষক সংগঠনের তরফে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। শিক্ষকদের অনেকেরই দাবি, প্রাথমিক অনেক স্কুলেই ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। কোথাও থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এছাড়া তীব্র দাবদাহে শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে সব কথা মাথায় রেখেই তারা সকালের স্কুল চালুর দাবি করেছেন। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। তাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে তা আরও কিছুটা সময়ের ব্যাপার। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবাকেন্দ্রের নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে আবহাওয়া পরিবর্তন হবে।"

দিন কয়েক ধরে বৃষ্টির পরিমাণ কমে এসেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করে গরম। সকাল হতে না হতেই চড়া রোদ ছড়িয়ে পড়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদের তেজ আরও বাড়তে থাকে। আর তাতেই অস্বস্তি বোধ করেন শিশু থেকে বয়স্ক মানুষ। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদর ৪ নম্বর সার্কেল কমিটির সম্পাদক সুস্মিতা বর্মণ বলেন, "বিগত কয়েকদিন ধরে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তীব্র দাবদাহ চলছিল। সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। তার মধ্যে মাঝেমাঝেই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। ফ্যান চললেও তা থেকে গরম হাওয়াই নামছে। ফলে যেকোনো মুহূর্তে গরমের কারণে কেউ অসুস্থ হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রেখে পুজার ছুটি পর্যন্ত সকালে স্কুল করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তবে এখন বৃষ্টি নেমেছে। আবহাওয়া কি হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি।"

টাকা দিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ নিগমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের পদত্যাগের দাবি করে আন্দোলনে সামিল একদল ছাঁটাই কর্মী। ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে কোচবিহার শহরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের সদর দফতরের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে হাজির হন ওই ছাঁটাই কর্মীরা। দফতরের সামনে বসে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, কোভিডের সময়ে টাকা দিয়ে চুক্তির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা। কোনওরকম আগাম বার্তা না দিয়ে চার মাস পরে তাঁদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ৩৫০ জন ছাঁটাই কর্মী রয়েছে। আরও অভিযোগ, তার মধ্যে পরে নয়জনকে ফের কাজে নিয়োগ করা হয়। ওই নয়জনকে টাকার বিনিময়ে কাজ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা। তাঁদের আক্রমণের নিশানায় ছিলেন পার্থপ্রতিম রায়।

আন্দোলনকারীদের একজন বাবন সরকার বলেন, "আমরা কোভিডের সময়ে কাজ করেছি। পরে আমাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। চুক্তির ভিত্তিতে আমাদের নিয়োগ করা হলেও দীর্ঘস্থায়ী কাজের আশ্বাস দেওয়া হয়। আদতে তা হয়নি। তাতে আমরা সমস্যায় পড়েছি। আমাদের দ্রুত নিয়োগ করা হোক, এটাও আমরা চাইছি।" আন্দোলনকারীদের কয়েকজন বলেন, "আমরা চাই আমাদের কাজে নিয়োগ করা হোক।" উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর সময়ে ওই নিয়োগ বা ছাঁটাই কোনওটি হয়নি। তিনি বলেন, "ওই নিয়োগের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। ওই নিয়োগ বা ছাঁটাই আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পরে হয়নি। এর পিছনে কোনও চক্রান্ত থাকতে পারে।"

'ত্রাত্রী' বুটিকের প্রাক পূজা বস্ত্র মেলা 'সোনাঝুরির হাট'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিগত দুই বছরের মতো, এবছরও রাজমাতা দিঘির মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাক পূজা বস্ত্রমেলা। আগের দুই বছর দুইদিন, চারদিনের মেলা হলেও এবছর মেলা ছিল নয়দিন ব্যাপী। রাজমাতা দিঘির পাড়ে অবস্থিত 'ত্রাত্রী' বুটিক এই মেলার আয়োজক। এবার এই মেলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সোনাঝুরির হাট'। নাম প্রকৃত অর্থেই সার্থক হয়েছে, কারণ, বোলপুরের সোনাঝুরি হাটের বেশকিছু বিক্রেতা এই মেলায় তাদের নিজস্ব পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। এসেছিল চিরন বৈরাগী তার দলবল নিয়ে। এই বাউলদল প্রতি সন্ধ্যায় বাউলগানের আসর বসিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন মেলাপ্রাঙ্গণ। মেলায় বেড়াতে আসা বাণিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর মতে, "ত্রাত্রীর এই উদ্যোগ সত্যিই সাধুবাদ যোগ্য। পুজোর আগ দিয়ে এই মেলা আমাদের কেনাকাটার এক অভাবনীয় সুযোগ এনে দেয় প্রতিবার। কাঁথাস্টিচ, বাউল প্যাচওয়ার্ক, ফুলকারি ইত্যাদি শাড়ির সম্ভার অনবদ্য। কোচবিহারে বসে বোলপুরের আমেজ নিতে নিতে এই পুজো

শপিং ভীষণ উপভোগ করি প্রতিবার। আর এর সাথে সাথে এবারের নতুন সংযোজন বাউলগান আমাদের আরো আকর্ষিত করেছে।" 'ত্রাত্রী' বুটিকের যারা অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন তাদের মতে, বিশেষ করে 'ত্রাত্রী'র কর্ণধার শ্রেয়সী ঘোষের মতে, "কোচবিহার একদম অন্যরকম একটা শহর। কোচবিহারের মানুষ বরাবর শিল্প এবং শিল্পীদের ভালো বেসেছেন এবং সমস্ত বাড়িতে কেউ না কেউ কোনো না কোনো শিল্পকর্মের সাথে যুক্ত। এখানকার মাটিতে টান আছে শিল্পীদের বেধে রাখার। সোনাঝুরিও ঠিক তাই। ওখানকার বাউল গান ও হস্তশিল্প বরাবরই মানুষদের টানে।" তাই শ্রেয়সীর এবছরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই দুই জায়গার শিল্পীদের মেলবন্ধন ঘটানো। প্রত্যেকবার পুজোতে নতুন নতুন শিল্প ও শিল্পীদের হাতের কাজ নিয়ে তিনি এই প্রাক পুজো বস্ত্র প্রদর্শনী করবেন এটা তার খুব পুরনো একটা স্বপ্ন এবং সেটাকে বাস্তবায়িত করার পথে 'ত্রাত্রী' টিম নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছে ও চালাবে। আর এই বছর মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষিকা ও সমানুপাত শিল্প গোষ্ঠীর সঞ্চালিকাদের মধ্যে অন্যতম বহিত্রা তেওয়ারী এই পুজো মেলাতে তাদের সঙ্গে থাকায় এই স্বপ্নকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো।

রেলপথে সন্দেহজনক দেখলেই ফোন করুন ১৩৯

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়নাগুড়ি: ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে নিউ ময়নাগুড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়। বুধবার গৌহাটি থেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের মহাপরিচালকের চেতন শ্রীবাস্তব। ডিআরএম আলিপুরদুয়ার সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার স্থান ঘুরে দেখেন তিনি। পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করে বলেন, "বেশকিছু রেলপথে নানান সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে, যেটা রেল চলাচলের পক্ষে খুবই বিপদজনক। সম্প্রতি এই ডিভিশনের সেবক রেলপথে আয়রন শিট দেখতে পেয়ে চালক ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। উক্ত ঘটনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রেল নিরাপত্তা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখা এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবক জানায় আয়রন শিটকে টুকরো করার লক্ষেই সে রেলপথে রেখেছিল। সেই কারণেই আমরা আমজনতার কাছে আবেদন করে বলছি, রেলপথে কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আর কিছু করতে না পারলে অন্তত ১৩৯ এই নম্বরে সরাসরি ফোন করে রেল এবং যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।"

স্থগিত হয়ে গেল রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে রোগী কল্যাণ সমিতির তরফে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। এই অবস্থায় স্থগিত করে দেওয়া হল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক। মেডিক্যাল সূত্রের খবর, ওই বৈঠক আপাতত স্থগিত করে দেওয়ায় হাসপাতালের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরির উপক্রম হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকদের জন্য 'রেস্ট রুম' ও শৌচাগার তৈরির কাজের প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে তা নিয়ে জায়গা চিহ্নিত করার কাজও হয়েছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর এখনও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। সে জন্যেই প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে ওই বৈঠক আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।" কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ও সহকারী অধ্যক্ষ সৌরদীপ রায় বলেন, "ওই বৈঠক আপাতত স্থগিত হলেও উন্নয়নের কাজ যাতে না আটকায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি তাতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

শনিবার কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র চিকিৎসকদের অবস্থান আন্দোলনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে সমস্ত রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে জানান, সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। নতুন করে সব হাসপাতালের রোগী কল্যাণ কমিটি তৈরি করা হবে। সেই কমিটির মাথায় রাখা হবে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের। সেই কমিটিতে সিনিয়র ডাক্তার, জুনিয়র ডাক্তার এবং নার্সরাও থাকবেন। ওই ঘোষণার পরে কার্যত সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে পার্থপ্রতিম রায়ের থাকার কথা ছিল। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে পার্থপ্রতিম বিষয়টি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি মিটিংটি পরে করার বিষয়ে পরামর্শ দেন। পার্থপ্রতিম বলেন, "বিজ্ঞপ্তি না বেরোলেও মুখ্যমন্ত্রী নিজে রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিয়েছেন। সেই নির্দেশকে মাথায় রেখেই আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করেছি। সে জন্যই মিটিং পরে করার কথা বলি। প্রত্যেকেই তাতে সহমত প্রকাশ করেন।"

মেলবেট এবং ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ

কলকাতা: মেলবেট, রিয়েল-মানি গেমিং সেগমেন্টের একটি সেরা প্লেয়ার ক্রিকেট দল, সিপিএল ২০২৪-এর জন্য ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স-এর সাথে আবারও তাদের অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ করার ঘোষণা করেছে। এই চুক্তি অনুসারে, কোম্পানি লোগোটি ক্লাবের খেলা এবং প্রশিক্ষণ জার্সির সামনে থাকবে এবং এটি ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হোম অ্যারেনা এবং তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট জুড়ে প্রচার করা হবে। এই প্রচারের অংশ হিসেবে মেলবেট তার ফ্যানদের ব্র্যান্ডের পণ্যদ্রব্য জেতার এবং দলের সেরা খেলোয়াড়দের সাথে দেখা করার সুযোগ দেবে। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ১১টি ক্রিকেট মরসুমের মধ্যে দলটি ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০২০-এ মোট চারটি শিরোপার চ্যাম্পিয়ন। এই চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা সহ ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স একটি প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেট দল। এই সহযোগিতাটি উভয় ব্র্যান্ডকেই অসংখ্য সাফল্য এনে দিয়েছে এবং ক্রিকেট মৌসুম জুড়ে ফ্যানদের অন্তর্ভুক্তি বাড়িয়েছে। এই বছরের মরসুমটি ২৯ আগস্টে শুরু হয়েছে, যা ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের এক প্রতিনিধির মতে, মেলবেট এবং টিকেআর একটি সফল অংশীদারিত্ব, যা ক্রিকেট মরসুম জুড়ে ব্যতিক্রমী ফ্যানদের অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। মেলবেট এবং ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স পুরস্কার প্রদান, ব্র্যান্ড মার্চেন্ডাইজ এবং প্লেয়ার মিটিং সহ বিভিন্ন প্রচার অফার করে। অংশগ্রহণের জন্য, ব্যবহারকারীরা মেলবেট প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন করতে পারেন এবং আইগেমিং প্ল্যাটফর্মের সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলি ফলো করতে পারেন।

আসানসোলে হেলিওস-এর প্রথম স্টোর লঞ্চ ২০ সেপ্টেম্বর

আসানসোল: ভারতের বৃহত্তম প্রিমিয়াম মাল্টি-ব্র্যান্ড ওয়াচ স্টোর টাইটানের রিটেইল চেইন হেলিওস এবার পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে। ২০ সেপ্টেম্বর আসানসোলে তাদের প্রথম স্টোর চালু হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে ৩৭তম। আসানসোলে ব্লক - ওয়ান (এ), জিটি রোডে অবস্থিত ৪৫০ বর্গফুট বিস্তৃত স্টোর উদ্বোধন করেন মিঃ উপল সেনগুপ্ত, আরবিএম, ওয়াচেস রিটেইল – ইস্ট এবং মি. রামকৃষ্ণ মুখার্জি, বিজনেস অ্যাসসিয়েট।

এই স্টোরে গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন টাইটান, সিকো, সিটিজেন, স্বরোভস্কি, আরমানি এক্সচেঞ্জ, ফসিল এবং ক্যাসিওর মতো ব্র্যান্ডেড ঘড়ি। যার প্রত্যেকটি কারুশিল্প, ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবনী ডিজাইনের জন্য পরিচিত। ক্লাসিক হোক বা আধুনিক, বা স্পোর্টস ওয়াচ হেলিওস-এ থাকছে সব বিভাগে অতুলনীয় বৈচিত্র্য।

লঞ্চের বিষয়ে বলতে গিয়ে, মিঃ উপলসেনগুপ্ত বলেন, "আমরা আসানসোলে আমাদের প্রথম স্টোর চালু করতে পেরে আনন্দিত। এটি একটি উদীয়মান সম্ভাবনাময় শহর। এই নতুন স্টোর আসানসোলে প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক ঘড়ির ব্র্যান্ড নিয়ে এল।"

হেলিওস ভারতে তার ব্র্যান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তাই তারা অসাধারণ সব ঘড়ির কালেকশন একত্রিত করে অসাধারণ কাস্টোমার সার্ভিস অফার করছে। হেলিওসের ওয়াচ কালেকশন যেকোনও অনুষ্ঠান হোক বা ঘড়িপ্রেমী হোক, সবার জন্য কোয়ালিটি, এক্সপার্টিস এবং ভ্যারাইটিতে ভরপুর অভিজ্ঞতা অফার করে।

উপকূল সংরক্ষণে এইচসিএল ফাউন্ডেশনের নতুন পদক্ষেপ

কলকাতা: এইচসিএল ফাউন্ডেশন, এইচসিএল টেক-এর একটি সহযোগী সংস্থা, এই বছরের আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস উপলক্ষে ভারতের ছয়টি রাজ্যে একটি সম্প্রদায়-চালিত উপকূল পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে। এটি অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং কর্ণাটক - এই ছয়টি রাজ্যকে কভার করেছে। ভারতের এই রাজ্যগুলি থেকে ২,৪২৬ টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য অংশগ্রহণ করেছে, যারা ১৮,৪৮৫ কেজি বর্জ্য সংগ্রহ করেছে। এখনও পর্যন্ত, কোম্পানি এবং তার অংশীদাররা সফলভাবে ১,৩৫,০০ কেজি পর্যন্ত গোস্ট নেট উদ্ধার করতে সম্ভব হয়েছে। একইভাবে, তারা ২২০ একর উপকূলীয় এলাকা জুড়ে ৮২৮,১০০ টিরও বেশি ম্যানগ্রোভ এবং শেল্টার-বেল্টের চারা রোপণ করেছে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় শনিবারে আন্তর্জাতিক উপকূল পরিচ্ছন্নতা দিবস পালিত হয়, এটি দূষণ এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করে। উপরন্তু, এইচসিএল ফাউন্ডেশন Plan@Earth and Animal Warriors Conservation Society, এই প্রভাবশালী ড্রাইভের জন্য এএইচসিএল টেক কর্মচারী এবং তামিলনাড়ু বন বিভাগ, মান্নার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ট্রাস্ট উপসাগর, এমএস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইত্যাদির সাথে সহযোগিতা করেছে। এইচসিএল ফাউন্ডেশনের গ্লোবাল সিএসআর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ নিধি পুষ্কির জানিয়েছেন, "এইচসিএল ফাউন্ডেশন হল একটি সম্প্রদায়-চালিত উদ্যোগ যার লক্ষ্য সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সংরক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী আন্দোলন তৈরি করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হল পরিবেশ সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা।"

ট্রায়াম্ফ ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এসেছে "পুজো ফেস্টিভ" অফার

কলকাতা: এই দুর্গা পূজায়, ট্রায়াম্ফ ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এল "পুজো ফেস্টিভ" অফার। চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে এবছর ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। এটি একটি লিডিং আন্ডারওয়্যার ব্র্যান্ড, যা এবারের পূজা উদযাপন করবে নারী শক্তিকে পাশে নিয়ে। গ্রাহকরা অন্তর্বাস কেনাকাটার সঙ্গে পাবেন দর্শনীয় পুরস্কার সহ বিলাসবহুল অভিজ্ঞতা। অফারটি পেতে, গ্রাহকদের ট্রায়াম্ফ-এর অন্তর্বাস, ব্রিফস, লাউঞ্জওয়্যার এবং শেপওয়্যার কালেকশন থেকে ৪৯৯৯ টাকা বা তার বেশি মূল্যের জিনিস কেনাকাটা করতে হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে: ৫০০ টাকা মূল্যের হোম ডেকোর ভাউচার, ৭০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ম্যানিকিউর বা পেডিকিউর ভাউচার, ২৫০০ টাকা মূল্যের ফাইন-ডাইনিং অভিজ্ঞতা। এছাড়াও থাকছে ৩৪৯৯ টাকার স্মুদ ট্রায়াম্ফ ডাফল ব্যাগ, ১০০০ টাকা মূল্যের এক্সক্লুসিভ সোনার উপহারের ভাউচার অথবা পেয়ে যেতে পারেন ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের একটি অত্যাধুনিক হেয়ার স্টাইলিং ডিভাইস। ট্রায়াম্ফ গ্রুপের মার্কেটিং হেড (ভারত ও শ্রীলঙ্কা) ভাবিন দেবপুরিয়া বলেন, "আমাদের 'পুজো উৎসব' প্রচারাভিযান এই দুর্গা পূজায় নারী শক্তি চেতনা এবং তাদের করুণাকে তুলে ধরবে।" এই পুরস্কার দাবি করতে গ্রাহকরা ভিজিট করুন https://www.triumphlingerierewards.com এবং তাদের বিল আপলোড করুন। ১১ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত গ্রাহকরা এই অফার রিডিম করতে পারবেন।

বছরের সেরা ডিলগুলি লঞ্চ করেছে কোডাক টিভি

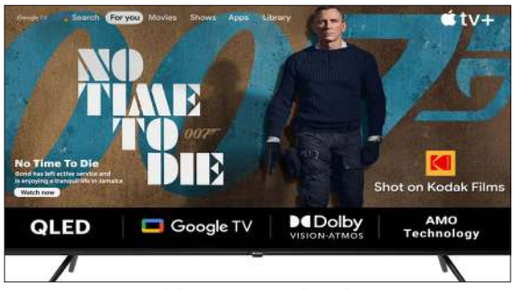

কলকাতা: কোডাক টিভি, তার আকর্ষক ডিলগুলির মাধ্যমে এই বছরের ফ্লিপকার্ট বিগ বিলিয়ন ডেস এবং অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালকে আরও আনন্দময় করে তুলেছে। পাশাপাশি, কোডাক গ্রাহকদেরকে সনিলিভ, জি৫এবং অন্যান্য ২৭টি অ্যাপে তিন মাসের ওটিটি সাবস্ক্রিপশনের সুবিধাও অফার করেছে, তবে এগুলো কেবলমাত্র অ্যান্ড্রয়েড টিভি-তে উপলব্ধ রয়েছে। গুগল টিভি প্ল্যাটফর্মের সাথে কোডাক-এর সহযোগিতায় নতুন কিউএলইডি টিভি লঞ্চ করেছে। টিভিগুলি ডিটিএস ট্রাসারাউন্ড সাউন্ড, ১.১ বিলিয়ন রঙের একটি কিউএলইডি ৪কে ডিসপ্লে, ডলবি অ্যাটমোস সহ আধুনিক ফিচারসের সাথে ৩২ ইঞ্চি, ৪৩ ইঞ্চি, ৫০ ইঞ্চি, ৫৫ ইঞ্চি, ৬৫ ইঞ্চি এবং ৭৫ ইঞ্চি - এই ৬টি সাইজে পাওয়া যাবে। এর দাম ১০,৯৯৯ টাকা থেকে শুরু। এছাড়াও কোম্পানি, তার ৭৫-ইঞ্চি ৪কে কিউএলইডি টিভি (75MT5044)-তে DTS TruSurround, ১.১ বিলিয়ন রঙের একটি কিউএলইডি ৪কে ডিসপ্লে, ২জিবি আরএএম এবং ১৬জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ সহ ডলবি এমএস১২, এইচডিআর১০+ যোগ করেছে। বেজেল-লেস এবং এয়ারস্লিম ডিজাইনের সাথে এইচডিআর১০+, ডলবি অ্যাটমস, ডলবি ভিশন সহ অনন্য ফিচারস যুক্ত এই টেলিভিশনগুলি ১০০০+ অ্যাপ সমর্থন করে। এই প্রিমিয়াম অফারটি ৭৪,৯৯৯ এর প্রারম্ভিক মূল্যে উপলব্ধ।

গ্রাহকরা অ্যামাজন ইন্ডিয়াতে সমস্ত কেনাকাটায় এসবিআই ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহার করলে তাৎক্ষণিক ১০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। একইভাবে, ফ্লিপকার্টের ক্ষেত্রে এইচডিএফসি ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ডের পাশাপাশি ইএমআই লেনদেনে ১০% পর্যন্ত ছাড় উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। সুপার প্লাস্ট্রোনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও অবনীত সিং মারওয়াহ জানিয়েছেন, "উৎসবের মরসুম এগিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা ফ্লিপকার্ট এবং অ্যামাজনের সাথে এই অমূল্য অংশীদারিত্বটি করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। এই সহযোগিতাটি আমাদের গ্রাহকদের আকর্ষণীয় মূল্যে অত্যাধুনিক ডিল প্রদানের জন্য ডিজাইন করা করা হয়েছে। এই উৎসবের মরসুমে আমাদের লক্ষ্য হল ৩০০ কোটির ব্যবসার পরিমাণ (কোডাক) অর্জন করা। আমরা বিশ্বাসী যে আমাদের ডিলের অনন্য প্রকৃতি গ্রাহকদের সাথে দৃঢ়ভাবে অনুরণিত হবে।"

ম্যাক্স এবার কালকি কোয়েচলিনের সঙ্গে নিয়ে এল 'নিউ নিউ ইউ'ক্যাম্পেইন

কলকাতা/শিলিগুড়ি: দুবাই-ভিত্তিক ল্যান্ডমার্ক গ্রুপের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ড ম্যাক্স ফ্যাশন এবার বিখ্যাত অভিনেত্রী এবং স্টাইল আইকন কালকি কোয়েচলিনের বিশেষ সহযোগিতায় 'নিউ নিউ ইউ' ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। প্রচারাভিযানটি গ্রাহকদের নতুন করে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা ও গ্রাহকদের মধ্যে বিবর্তনের অনুভূতি জাগানোর আশা রাখে। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য উৎসব উদযাপন থেকে শুরু করে বন্ধুত্বপূর্ণ জমায়েত (ওয়ার্কওয়্যার, ক্যাজুয়াল আউটফিট, ফিউশন ফেস্টিভ ওয়্যার বা হাই-গ্ল্যাম অনুষ্ঠান), সবরকমভাবে মরসুম উদযাপনের জন্য লেটেস্ট ফ্যাশনে গ্রাহকদের সাজিয়ে তোলা।

এই আড়ম্বরপূর্ণ কালেকশনের প্লেফুলনেস-এর সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছে কালকি কোয়েচলিনের ব্যক্তিত্ব। যিনি প্রচারাভিযানের প্রতিটি প্রাণবন্ত ভূমিকায় নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে বের করেছেন। 'নিউ নিউ ইউ' কালেকশনের মাধ্যমে, ম্যাক্স ফ্যাশনের লক্ষ্য গ্রাহকদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক খুঁজে বের করতে তাদের লেটেস্ট ওয়েস্টার্ন, ফেস্টিভ স্টাইল ও আনুষাঙ্গিকের সঙ্গে পরিচয় করানো।

এবার ম্যাক্স ফ্যাশন প্রতি সপ্তাহে নতুন স্টাইল নিয়ে আসবে। ম্যাক্স ফ্যাশন x কালকি কোয়েচলিন 'নিউ নিউ ইউ' ক্যাম্পেইন ২০ সেপ্টেম্বর থেকে সারা ভারতে ২১০টিরও বেশি শহরে ৫২০টির বেশি স্টোরে এবং অনলাইনে www.max-fashion.in-এ উপলব্ধ হবে। ম্যাক্স ফ্যাশনের হেড অফ মার্কেটিং পল্লবী পান্ডে বলেছেন, "কালকি কোয়েচলিনের সঙ্গে এই সহযোগিতা আমাদের ব্র্যান্ডের সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং সর্বদা বিকশিত চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে।"

হায়ার ইন্ডিয়া নিয়ে এল দুর্গাপূজার জন্য আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার

কলকাতা: এবারের দুর্গাপূজায় হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া উৎসবের চেতনা বাড়াতে তার পণ্যের পরিসর জুড়ে অবিশ্বাস্য ডিল এবং ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। বিশেষ হায়ার দুর্গা পূজা অফারের মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত পণ্যের উপর ২২.৫% তাৎক্ষণিক ছাড়। আপনার বাড়ির আরাম এবং স্মার্টনেস বাড়ানোর এটিই আদর্শ সময়। অতিরিক্তভাবে, তারা চালু করেছে একটি নির্দিষ্ট ইএমআই প্ল্যান। যা মাত্র ৯৯৪ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে এবং ৩৬ মাস পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট বিকল্প সহ থাকছে বর্ধিত ওয়ারেন্টি।

কিউডি মিনি এলইডি টিভি, এসবিএস রেফ্রিজারেটর, কিনোউচি এবং সুপার হেভি ডিউটি এয়ার কন্ডিশনার, এয়ার-ফ্রেশ ওয়াশিং মেশিন সিরিজ, রোবো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং আরও অনেক প্রোডাক্ট সহ হায়ার-এর সাম্প্রতিক লঞ্চেও এই অফার প্রযোজ্য। এই দুর্গাপূজায় হায়ারের ছোঁয়ায় আপনার বাড়িকে আপগ্রেড করুন এবং আপনার উৎসব উদযাপনের আনন্দ বাড়ান। ভোক্তারা এই ডিসকাউন্ট অফার পেতে এবং এই দুর্গাপূজায় সেরা উদ্ভাবন এবং গুণমানে ঘর সাজিয়ে তুলতে তাদের নিকটতম হায়ার রিটেইল আউটলেটে যান। হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সের সঙ্গে এই আনন্দের সময়কে আরও বিশেষ করে তুলুন।

শিলিগুড়িতে প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে সেবা প্রদানে নারায়ণ সেবা সংস্থান

শিলিগুড়ি: রাজস্থানের উদয়পুর শহরের নারায়ণ সেবা সংস্থান, এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে একটি বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ শিবিরের আয়োজন করেছে। রবিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর এটি সেভক রোডের উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এটি নারায়ণ সেবা সংস্থানের ১১৫১তম ক্যাম্প, যার নাম রাখা হয়েছে "কুঁয়া পিয়াসে কে পাস।" এখনও পর্যন্ত ৩১০ জনেরও বেশি ব্যক্তি নথিভুক্ত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতি রবিবার ভারতে এবং বাইরে একটি বড় শিবিরের আয়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানটি চলাকালীন, সংস্থার পরিচালক গৌড় এবং সমন্বয়কারী ভাটি শিলিগুড়ি ক্যাম্পের পোস্টারও প্রকাশিত করেন। উপরন্তু, এই ক্যাম্পে রোগীদের সাথে আগত পরিবারের ব্যক্তিদেরও বিনামূল্যে দুপুরের খাবার, পানীয় এবং স্ন্যাকস দেওয়া হবে। ১৯৮৫ সাল থেকে, নারায়ণ সেবা সংস্থা নর সেবা-নারায়ণ সেবার চেতনার সাথে জনকল্যাণের কাজে যুক্ত রয়েছেন। এমনকি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা কৈলাস মানব, জনকল্যাণের জন্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এটি সফলতার সাথে ৪৬৭২২ টিরও বেশি কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়ে, নারায়ণ সেবা সংস্থানের মিডিয়া ও জনসংযোগ পরিচালক ভগবান প্রসাদ গৌর জানিয়েছেন যে, তারা এমন ব্যক্তিদের সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যারা জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী বা অসুস্থতা অথবা কোনো দুর্ঘটনার ফলে তাদের হাত ও পা হারিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি পদ্মশ্রী ভূষিত প্রতিষ্ঠাতা কৈলাশ মানব এবং সভাপতি প্রশান্ত আগরওয়ালের নেতৃত্বে, প্রতিষ্ঠানটি মানব কল্যানে গত ৩৯ বছর ধরে নিযুক্ত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ক্যাম্প ইনচার্জ এবং সমন্বয়কারী অচল সিং ভাটি জানিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি সেবা ট্রাস্ট, শ্রী রাম সেবা পরিবার, জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপান্থ সভা, ব্রহ্মাকুমারি শিলিগুড়ি, ব্রাহ্মণ সমাজ, ভারত বিকাশ পরিষদ সহ ১৫ টিরও বেশি সংস্থা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক অংশীদার হিসাবে শিবিরের সাথে যুক্ত রয়েছে। ক্যাম্প সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ৭০২৩৫-০৯৯৯৯ নম্বরে প্রতিষ্ঠানের হেল্পডেস্কে কল করুন।

নতুন ট্যালিপ্রাইম ৫.০ লঞ্চ করেছে ট্যালি সলিউশন

শিলিগুড়ি: ট্যালি সলিউশন, কানেক্টেড সার্ভিসের একটি গ্লোবাল স্যুট, ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত বর্ধনশীল এমএসএমই সেক্টরকে ক্ষমতায়ন করার জন্য ট্যালিপ্রাইম ৫.০ চালু করেছে। এই নতুন প্ল্যাটফর্মটি এপিআই-চালিত ট্যাক্স ফাইলিং অফার করে এবং বিশ্বব্যাপী মিড-মাস সেগমেন্টের জন্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ বাড়ানোর জন্য ট্যালির দৃষ্টিভঙ্গির অংশ।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি মূলত মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এমএসএমই) দ্বারা চালিত হয়, যা ভারতের মোট অংশের ১২% তৈরী করে। এই উদ্যোগগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, শিল্পায়নের প্রচার করে এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়কে সহায়তা করে। বর্তমানে, ট্যালি সলিউশন শিলিগুড়িতে এমএসএমই-এর সাথে সহযোগিতা করেছে, এবং একইসাথে ১০,০০০ টিরও বেশি ব্যবসাকে ডিজিটাইজেশনে সহায়তা করেছে।

ট্যালিপ্রাইম ৫.০ 'কানেক্টেড জিএসটি', একটি একত্রিত অনলাইন জিএসটি ইন্টারফেস, ই-ইনভয়েসিং, ই-ওয়ে বিল জেনারেশন, হোয়াটসঅ্যাপ ইন্টিগ্রেশন, এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আরবি ও বাংলার জন্য বহুভাষিক ক্ষমতা প্রবর্তন করেছে। কোম্পানি, জিএসটিআর১ রিটার্ন ফাইলিং, রিকন নমনীয়তা, আইটিসি অ্যাট রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন, লেজার তৈরি, এবং রিটার্ন ফাইলিংয়ের জন্য সমন্বিত এন্ড-টু-এন্ড বুককিপিংও অফার করে।কোম্পানি, এমএসএমই-এর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সমাধান প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে ই-ইনভয়েস জেনারেশন, ড্যাশবোর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ ইন্টিগ্রেশন এবং এক্সেল আমদানি, সক্রিয় টিএসএস গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে উপলব্ধ।

এই নতুন লঞ্চ এবং অন্যান্য পণ্য পাইপলাইন উদ্যোগের বিষয়ে নজর দিয়ে অর্চন মুখার্জি, জেনারেল ম্যানেজার - ইস্ট, ট্যালি সলিউশন জানিয়েছেন, "আমরা এমএসএমই-এর জন্য একটি নতুন জিএসটি ফাইলিং সলিউশন প্রবর্তন করেছি, যার লক্ষ্য প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করা এবং ৬০%-৭০% সময় বাঁচানো। সমাধানটি রিয়েল-টাইম জিএসটি স্ট্যাটাস দৃশ্যমানতা প্রদান করে, আইটিসি রক্ষা করে। আমাদের কোম্পানি একটি শক্তিশালী গো-টু-মার্কেট পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে এবং উদ্যোক্তা, হিসাবরক্ষক এবং কর পেশাদারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে।"

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্কের ১৮ টি নতুন আউটলেট সহ ১৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

কলকাতা: উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড তার ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারত জুড়ে ১৮টি নতুন ব্যাঙ্কিং আউটলেট উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেছে। এতে সারা দেশে উৎকর্ষ এসএফবিএল-এর ব্যাঙ্কিং আউটলেটের সংখ্যা ৯৬৬-তে পৌঁছেছে। নতুন ব্যাঙ্কিং আউটলেটগুলির মধ্যে বিহারে ৪টি, মধ্যপ্রদেশে ৩টি, ঝাড়খণ্ড, কেরল, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশে ২টি করে, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশে ১টি করে আউটলেট খোলা হবে। উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিঃ পারভীন কুমার গুপ্ত বলেন, "প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন ব্যাঙ্কিং আউটলেটের উদ্বোধন আমাদের 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।" এমনকি উৎকর্ষ কোর-ইনভেস্ট লিমিটেডের সূচনা থেকে, উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়ার যাত্রা ছিল যথেষ্ট দুর্দান্ত ছিল বলে জানিয়েছেন মিঃ গোবিন্দ সিং, এমডি এবং সিইও, উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড। সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোসিটের মতো একাধিক প্রোডাক্ট ছাড়াও এই ব্যাঙ্ক হাউজিং লোন, বিজনেস লোন এমনকি লোন এগেইন্সট প্রোপার্টির (সম্পত্তির বদলে লোন) সুবিধাও দেয়। ব্যাঙ্কিং আউটলেট পরিকাঠামোতে রয়েছে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, এটিএম নেটওয়ার্ক সহ, বিভিন্ন ইন্টিগ্রেটেড কাস্টোমার সার্ভিস-এর সুবিধা। এছাড়াও, ব্যাঙ্ক ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) এবং কল সেন্টারের মতো একাধিক সুযোগ সুবিধা অফার করে। এছাড়াও, ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের একটি ট্যাবলেট-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন "ডিজি অন-বোর্ডিং" এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কে না গিয়েও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা দিয়ে থাকে।

বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এএআই-এর সঙ্গে উবের-এর সহযোগিতা

শিলিগুড়ি: যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের (এএআই) সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হল উবের। এই সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে অ্যারাইভাল টার্মিনালের বাইরে সরাসরি ডেডিকেটেড পিকআপ জোন স্থাপন করা, পাশাপাশি থাকছে অন-গ্রাউন্ড অ্যাসিস্ট্যান্স ও বিমানবন্দরের গেট থেকে যাত্রীদের উবের পিকআপ লোকেশন-গুলিতে পৌঁছানোর জন্য যাত্রীদের ধাপে ধাপে গাইড হিসেবে সহায়তা করা। এএআই ও উবের-এর এই পার্টনারশিপের ফলে বাগডোগরায় উবের চালকদের ট্রিপের সুযোগ বৃদ্ধি ও বেশিমাত্রায় উপার্জনের সম্ভাবনা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। পিকআপ প্রক্রিয়াটি সহজতর করে এবং একটি নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে উবেরের লক্ষ্য হল বিমানবন্দর পরিবহনের ক্ষেত্রে যাত্রীদের কাছে নিজেদের পছন্দসই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

এছাড়াও, বাগডোগরা বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের জন্য একটি অতুলনীয় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানে উবেরের অন-গ্রাউন্ড সাপোর্টের সঙ্গে প্রযুক্তির সমন্বয় তাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। নির্ভরযোগ্য ও সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভারতের প্রধান বিমানবন্দরগুলিতে উবেরের উপস্থিতি ও পরিষেবা সম্প্রসারণের কৌশলের সঙ্গে এই পার্টনারশিপ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইস্ট ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় ম্যারাথন টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে কলকাতা

কলকাতা: টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে কলকাতা, ২০২৪ -এর ১৫ই ডিসেম্বরে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া ইভেন্ট মর্যাদাপূর্ণ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেবেল রেসের আয়োজন করতে চলেছে। মার্কিন ডলার ১৪২,২১৪ টাকার পুরস্কারের সাথে রেড রোডে অনুষ্ঠিত এই রেসে দ্রুততম ক্রীড়াবিদ এবং অপেশাদার ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করবে। ইভেন্টকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলতে ঝুলন গোস্বামী এবং কৌশানি মুখার্জির মতন ব্যক্তিত্বরা কার্ণিভালে যোগ দেবেন। প্রক্যাম ইন্টারন্যাশনাল, এই রেসের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে নিবন্ধন শুরু করে দিয়েছে। টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে কলকাতা তার ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্সের জন্য ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেবেল পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বমানের অভিজাত ক্ষেত্র, পুরুষ ও মহিলা রেসারদের জন্য ইকুয়াল প্রাইজমানি, চিকিৎসা সহায়তা, লাইভ মিডিয়া কভারেজ, টাইমিং ম্যাট, পরিষ্কার স্যানিটাইজড রুট, এবং একটি AIMS সার্টিফাইড কোর্স। টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য, ফিটনেস, অন্তর্ভুক্তি, স্থায়িত্ব এবং দৃষ্টান্তকে বদলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মহিলাদের অংশগ্রহণে ইভেন্টটি ২৭০% বৃদ্ধি এবং দ্রুত সময়ের সাথে, আট বছরে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খেলায় পরিণত হয়েছে। এই ইভেন্টটি টানা তৃতীয় বছর ধরে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক-এর সাথে সহযোগী স্পনসর হিসেবে জড়িত রয়েছে। অনুষ্ঠানে মন্তব্য করতে গিয়ে, টাটা স্টিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কর্পোরেট সার্ভিসেস চাণক্য চৌধুরী বলেছেন, "টাটা স্টিলের ওয়ার্ল্ড ২৫ কে কলকাতা, বর্তমানে একটি মর্যাদাপূর্ণ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেবেল রেস, স্থিতিস্থাপকতা, ফিটনেস এবং একত্রে উদযাপন করে। বিশ্ব-মানের এই স্বীকৃত ইভেন্টটি অভিজাত ক্রীড়াবিদদের আকর্ষণ করে এবং বিশ্ব মঞ্চে কলকাতাকে প্রদর্শন করে। বছরের পর বছর ধরে শহরের এই ইভেন্টটিকে প্রস্তুত করতে পারা আমাদের কাছে একটি সম্মানের বিষয়।"

বিল না নিয়ে বিতর্কে রোগিণীকে বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চিকিৎসার বিল না মেটানোর দাবি করে এক রোগিনীকে নার্সিংহোমের বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি নার্সিংহোমে। ওই অভিযোগের পেয়ে নার্সিংহোমে যান তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। পরে অভিজিতের সহযোগিতায় বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়। ওই রোগিণীর পরিবারের অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করেনি নার্সিংহোমে। তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে রোগিণীর পরিবারের উপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। কেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের অবশ্য রোগীর পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পাল্টা দাবি করা হয়েছে, তাদের কর্মীদের উপরেই হামলা করেছে রোগীর পরিবার। অভিজিৎ বলেন, "স্বাস্থ্য সাথী কার্ড গ্রহণ করেনি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। বিল নিয়ে বিরোধের জেরে রোগিনীকে বাইরে বের করে দেওয়া হয় রোগী নিয়ে ও তার পরিবারের সদস্যদের হেনস্থাও করা হয়। আমরা চিকিৎসককে কোন কিছু বলিনি। শুধু দাবি করেছি এরপরের থেকে যাতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়। রোগীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করে ছুটি নেওয়া হয়েছে।" ওই নার্সিংহোমের মালিক বিকাশ মিশ্র বলেন, "ওই রোগিনী পেটে ব্যথা নিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। রোগিনীর পরিবারকে সমস্ত কিছু জানানোর পরেই তার অস্ত্রোপচার হয়েছে। তারপরেও রোগীর পরিবার তিনদিন ধরে বিল নিয়ে সমস্যা করে যাচ্ছে। নিয়মমতো অস্ত্র পাচারের আগেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে রোগীদের পরিবার তা করেনি। তাই আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি। হামলার অভিযোগ ঠিক নয়।" রোগিনীর স্বামী সৌরেন্দু মিত্র অভিযোগ করে জানিয়েছেন, গত ১০ ই সেপ্টেম্বর পেটে ব্যথা নিয়ে রোগিণীকে ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, রোগিনীর গলব্লাডারে পাথর হয়েছে। এরপরে তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই ১১ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টার মধ্যে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে নার্সিংহোমে হাজির হন। কিন্তু নার্সিংহোমে গিয়ে জানতে পারেন রোগিনীর অস্ত্রপচার করা হয়ে গিয়েছে। তখন নার্সিংহোম থেকে জানানো হয়, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নেওয়ার সম্ভব নয়। তিনি বলেন, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তাঁকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করার জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা বলে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অস্ত্রপচার করা হয়। আমাদের পুরোপুরি ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা হয়েছিল।" তার দাবি, সেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই নার্সিংহোমের একাধিক কর্মী তাদের উপর চড়াও হয়। রোগিনী যে ঘরে ছিলেন সেখানে ঢুকে কর্মীরা জোর করে তাকে বাইরে বের করে দেয়। বাধা দিতে গেলে মারধর করা হয়।

ছাত্রীদের আত্মরক্ষার পাঠ দিচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর ঘটনার পর নারী নিরাপত্তা সতর্কতা নিয়েছে সবাই। এই সময়েই কোচবিহারে স্কুলে স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার পাঠ দিতে শুরু করেছে পুলিশ। ছাত্রীদের শেখানো হচ্ছে 'মার্শাল আর্ট'। মার্শাল আর্টের শিক্ষককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্কুলে। ইতিমধ্যেই কোচবিহারের বেশ কয়েকটি স্কুলে পুলিশের উদ্যোগে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রীদের সচেতনতও করা হচ্ছে। সেখানে যেমন রয়েছে, বাল্যবিবাহ, মোবাইলের খারাপ দিক, তেমনই রয়েছে পকসো আইন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ইতিমধ্যে একাধিক স্কুলে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ হয়েছে। জেলাজুড়ে পর্যায়ক্রমে সব স্কুলে ক্যারাটে প্রশিক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে।" কোচবিহারের আরেক পুলিশ কর্তা বলেন, "ছাত্রীদের সমস্ত বিষয়ে সচেতন করা খুব জরুরি। যাতে তাঁরা কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ তা নিজেরাই বিচার করতে পারে।

সেই সঙ্গে মার্শাল আর্টের আদবকায়দা জেনে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারে।" তবে দাবি উঠেছে, শুধু আত্মরক্ষার পাঠ দেওয়া নয়, নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত পুলিশ-প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কোচবিহারে নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে প্রায়শই। ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার মতো অভিযোগও ওঠে। সেই সঙ্গে পকসো আইনেও একাধিক মামলা দায়ের হয়। স্বাভাবিকভাবেই নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা রয়েছে পুলিশের মধ্যে। আরজি করের ঘটনার পরে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে হইচই হচ্ছে রাজ্য জুড়েই। পুলিশ আধিকারিকরা দাবি করেছেন, ওই ঘটনার পর পুলিশের উইনার্স টিমের শক্তি বাড়ানো হয়। যারা রাতদিন শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে জনবহুল এলাকায় মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কাজ করছে। সেই সঙ্গে পুলিশ কর্তারা স্কুল ছাত্রীদের সমস্ত বিষয় নিয়ে সচেতন করার কর্মসূচি নিয়েছে। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের চিলকিরহাটের একটি স্কুল, কোচবিহার শহরের একটি স্কুলে ইতিমধ্যেই ওই শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল নিজেই উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন অভিভাবকের কথায়, "এই উদ্যোগ খুবই ভালো। ছাত্রীদের মনে জোর কনেকটা বাড়ছে। এটা ধারাবাহিকভাবে করানো উচিত।"

রাতজাগা আন্দোলনের সমালোচনা উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার তিনি কোচবিহারে এবিএনশীল কলেজের সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার অডিটোরিয়াম এবং গুড়িয়াহাটি হাইস্কুলের শ্রেণিকক্ষ সংস্কারে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার কাজের সূচনা করেন উদয়ন। সেই সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে মহিলাদের রাতজাগা আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করেন উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এবিএনশীল কলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন বলেন, "যেদিন মেয়েরা রাত জেগে ছিল সেদিন এক শিশু ধর্ষিত হয়েছিল। তার জন্য কাউকে রাত জাগতে দেখিনি। আমরা তাকে কেউ রক্ষা করতে পারিনি। ভাবতে হবে গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে। শুধুমাত্র হাওয়ায় হাওয়ায় সব করলেই সব পাওয়া যায় না।" এরপর নাম না করে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন বামেদের। উদয়ন বলেন, "যারা এসব করছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অংকটা ভালো করে শেখেনি। শূন্য দিয়ে গুণ করে আমি কোনদিন একটু বড় সংখ্যা পাবো না। শূন্য দিয়ে যে সংখ্যাকে গুণ করে না কেন তার ফলাফল শূন্যই হবে। তাই কেউ যদি মনে করেন শূন্যকে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করে আমি একটা বড় সংখ্যায় পৌঁছাব তাহলে তিনি মূর্খের সঙ্গে বাস করছেন। শূন্যকে আগে একটা সংখ্যায় পরিণত করুন তারপর সেটা গুণ করার চেষ্টা করুন।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাওয়াটাকে কাজে লাগিয়ে এই রাজ্য একটা অশান্তি তৈরি চেষ্টা করছে। এখানে উপস্থিত (আজকের অনুষ্ঠানে) মেয়েদের মধ্যে কতজন রাত দখলের অভিযানে গিয়েছে আমি জানি না। গেলেও ভালো না গেলেও ভালো। তবে আমি তোমাদের বলব সূর্যোদয় থেকে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনটা যেমন আমার তেমন তোমাদেরও। যারা তোমাদের রাত দখলের কথা বলছে তারা তোমাদের ভুল বোঝাচ্ছে।" উদয়নের আরও বক্তব্য, "সমাজকে ঠিক করতে হলে আগে নিজের বাড়িকে ঠিক করতে হয়। সবাইকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কালীঘাটের একজন মহিলা আছে তাঁকে ধরার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে যেন তিনি ধর্ষণ করেছেন মনে হচ্ছে যেন তিনি ধর্ষণকারীকে পাঠিয়েছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি পদত্যাগ করলে পরে দেশ থেকে ধর্ষণটা উঠে যাবে।" সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক তথা বাম নেতা অনন্ত রায় বলেন, "আরজি কর আন্দোলন একটি ইতিহাস তৈরি করেছে। উদয়ন গুহরা তার মূল্য কি বুঝবেন। তাঁরা তো দল পাল্টানো লোক। এই আন্দোলন গোটা দেশ জুড়ে হয়েছে। যা দৃষ্টান্ত।"

একাধিক দাবিতে বিক্ষোভে শিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শিল্পী ভাতার দাবিতে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাদী ও লোকশিল্পী সংঙ্ঘের সদস্যরা। সংগঠের পক্ষ থেকে তাদের একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। দীর্ঘদিন থেকে বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকশিল্পীরা সরকারি ভাতা থেকে বঞ্চিত। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সরকারি ভাতা থেকে বঞ্চিত প্রকৃত শিল্পীদের আবেদন মঞ্জুর করতে হবে। একইসঙ্গে দাবি করা হয় যে, শিল্পীরা যে মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন তা যথেষ্ট নয়। এই ভাতা নূন্যতম দুই হাজার টাকা করতে হবে। উক্ত দাবিগুলি সহ মোট এগারো দফা দাবিতে এইদিন এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আধিকারিকের কাছে দাবিপত্র প্রদান করা হয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে জানা গিয়ে।

আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন অব্যাহত কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন চলছেই কোচবিহারে। ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাত দখলের মেয়েদের ডাকে কোচবিহার সাগরদিঘি চত্বরে ক্ষুদিরাম স্কয়ারে আন্দোলন শুরু হয়। গান, আবৃত্তি, নাটক, ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় প্রতিবাদ। একে একে ভিড় বাড়তে থাকে সেখানে। পথচলতি মানুষও সামিল হন আন্দোলনে। প্রত্যেকেই আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্তদের চরম শাস্তির দাবিতে সরব হন। উপস্থিত মহিলাদের অনেকেই বলেন, "আরজি কর ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যাতেও আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হয়েছে কোচবিহার। এদিন কোচবিহার সাগরদিঘি পাড়ে জনতার এজলাস বসে। সেখানে চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনকারীদের একজন আসিফ আলম বলেন, "আমরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাব। যতক্ষণ না পর্যন্ত আরজি করের ঘটনায় প্রত্যেক অভিযুক্তের চরমতম শাস্তি না হবে ততক্ষণ আমরা প্রতিবাদে থাকব।"

রবিবার সন্ধ্যায় জুনিয়র চিকিৎসক এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে কোচবিহার সাগরদিঘি প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যে হতেই সাগরদিঘি লাগোয়া ক্ষুদিরাম মূর্তির নিচে ভিড় জমতে শুরু করে। চিকিৎসকরা তো বটেই, বহু সাধারণ মানুষ সেখানে ভিড় করেন। কোচবিহারের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ রায়, আইএমএ'র রাজ্য সহসভাপতি উজ্জ্বল আচার্য থেকে শুরু করে জেলার প্রচুর চিকিৎসক ওই প্রতিবাদে পা মিলিয়েছেন। ক্ষুদিরাম মূর্তির নিচ থেকে মিছিল বেরিয়ে সাগরদিঘির চারপাশে ঘুরতে শুরু করে। সেই সময়ই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। কিছুটা হাওয়া বইতে থাকে। মিছিল অবশ্য থেমে থাকেনি। একজন মানুষও সেই মিছিল থেকে বেরোননি। বরং সেই বৃষ্টির আওয়াজকে স্লোগান উঠেছে, "উই ওয়ান্ট জাস্টিস"। আরজি কর ঘটনার পর থেকেই কলকাতার সঙ্গেই কোচবিহারে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের প্রথম দিন প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা কোচবিহার। তারপর থেকে টানা আন্দোলন চলতে থাকে। মাস ঘুরে গেলেও আন্দোলন থামেনি। আন্দোলনকারী চন্দ্রাণী ঘোষাল বলেন, "আজ ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহিদ দিবস। তাঁকে স্মরণ করেই আজ আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। প্রতিবাদ আন্দোলন চলতেই থাকবে। আমাদের প্রত্যেকের একটাই স্বর জাস্টিস ফর আরজি কর।"

২২ সেপ্টেম্বর কোচবিহারে একটি সেবামূলক সংস্থার তরফ থেকে ওই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ওই সংগঠনের পক্ষে কোচবিহারের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ রায় বলেন, "আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে আমরা সামিল হয়েছে। ঘটনার পর প্রায় দেড় মাস কাটতে চলেছে। এখনও সবকিছু প্রকাশ্য নয়। আমরা দ্রুত ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তি চাই।" তিনি আরও বলেন, "শারদ উৎসব বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব। মানুষ তাতে সামিল হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে প্রতিবাদ হারিয়ে যাবে না। মানুষের মনে ওই প্রতিবাদ গেঁথে গিয়েছে।" আরজি কর ঘটনার পর থেকেই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয় কোচবিহারে। এক মাস ধরে প্রতিদিন সাগরদিঘি চত্বরে কোনও না কোনও বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এর মধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকরা অবস্থান আন্দোলন তুলে নিয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে তাদের কাজে ফেরার কথা। এই অবস্থার মধ্যে অনেক জায়গায় আন্দোলনের গতি কমে এসেছে। কিন্তু কোচবিহারে আন্দোলন চলছে। এদিনের আন্দোলনে চিকিৎসক কমলেশ সরকার, লেখক গৌরাঙ্গ সিংহ, সুমি দাস, আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার, শক্তি দাস থেকে শুরু করে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আনন্দজ্যোতি বলেন, "সিবিআইয়ের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। ইতিমধ্যেই এক পুলিশ অফিসারকেও গ্রেফতার করেছে সিবিআই। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি হবে বলেই মনে করছি।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96